যুগান্তর

তারিখ : 2 JUN 2012
পৃষ্ঠা ১-৩ কলাম ৫

সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট পর্যুদস্ত শিক্ষা কার্যক্রম

৩৬শ' পদ বর্তমানে শূন্য : অনেক শিক্ষকই ঢাকায় থাকেন : চলছে দায়সারা ক্লাস

মুসতাক আহমদ

দেশের ঐতিহ্যবাহী সরকারি কলেজগুলোর অন্যতম রংপুরের কারমাইকেল কলেজ। ওই কলেজটিতে ফিন্যান্স ও মার্কেটিং নামে দুটি বিভাগ খোলা হয় দু'বছর আগে। তাতে দু'বছরে ২৬০ শিক্ষার্থীও ভর্তি করা হয়। কিন্তু বিভাগটির অস্তিত্বের পরিচায়ক 'বিভাগীয় অফিস' বা নির্দিষ্ট 'ক্লাসরুম' নেই। এরচেয়েও ভয়াবহ কথা হচ্ছে, বিভাগ দুটির একটিতেও একজন শিক্ষকও নেই। কলেজেরই অন্য দুটি বিভাগের ২ জন শিক্ষক তাদের পাঠদান চালিয়ে নিচ্ছেন। বিভাগের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, এ সমস্যার কথা জানিয়ে তারা খোদ শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কোন শিক্ষক পাননি। শুধু কারমাইকেলই নয়, তীব্র শিক্ষক সংকটে ধুঁকছে দেশের প্রায় সব সরকারি কলেজই। সারাদেশে মোট ২৬৯টি সরকারি কলেজ ও সমমানের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সমমানের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ৪টি আলিয়া মাদ্রাসা, ১৬টি সরকারি কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ (টিটিসি), মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ইত্যাদি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে সাড়ে ৩ হাজারের বেশি শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। কোন কোন বিষয়ে একজন শিক্ষকও নেই। অথচ চলছে অনার্স-মাস্টার্সে পাঠদান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অবশ্য কোথাও কোথাও ভাড়া করা শিক্ষক দিয়ে ক্লাস চালিয়ে নিচ্ছেন অধ্যক্ষরা। বছরের পর বছর এ দুরবস্থা চলছে। কিন্তু দুঃখের বাদ

সংকট : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

সংকট : সরকারি কলেজে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আর খোলে-মিটছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শিক্ষক সংকট কলেজগুলোতে একটা বাস্তবতা। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন বাস্তবতা হল শিক্ষকদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি ও কর্মে ফাঁকি। এর বাইরে দিন দিন অনার্স-মাস্টার্স প্রোগ্রাম খোলার বিপরীতে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি হয়নি। ফলে এক ধরনের পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে সরকারি কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম। নাম প্রকাশ না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব যুগান্তরকে বলেন, ঢাকার পার্শ্ববর্তী প্রায় সব সরকারি কলেজের বেশির ভাগ শিক্ষকের বসবাস ঢাকায়। তারা ঢাকা থেকে সেখানে ক্লাস নেন। শীতের অতিথি পাখির মতো যান। ক্লাস নেয়া শেষে ওইদিনই ফেরেন ঢাকায়। আর ঢাকার বাইরের অনেক কলেজের শিক্ষকও স্টেশনে থাকেন না। সেখানে সপ্তাহে ২/৩ দিনের জন্য শিক্ষক ঢাকা বা বড় বিভাগীয় শহর থেকে গিয়ে সার্কিট হাউসে বা রেস্ট হাউসে থেকে ক্লাস নিয়ে ফিরে আসেন। আরেক কর্মকর্তা জানান, শিক্ষকদের তদবিরের চাপে মন্ত্রণালয়ে কাজ করাই দায় হয়ে পড়ে। মন্ত্রণালয়ের দৈনিক যত ভিজিটর দেখা যায়, খুঁজলে জানা যাবে তার ৬০ ভাগই সরকারি কলেজ শিক্ষক। প্রভাবশালীদের দিয়ে তারা যে চাপ সৃষ্টি করেন, তাতে কাজ করাই দায় হয়ে পড়ে। জানা গেছে, কলেজগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম পর্যুদস্ত হওয়ার আরেকটি কারণ হল 'ওএসডি' এবং 'অ্যাটাসমেন্ট' শিক্ষক। ঢাকায় থাকার জন্য অনেকে স্বেচ্ছায় ওএসডি হন। আবার অনেকে অ্যাটাসমেন্টের নামেও ঢাকায় অবস্থান করেন। ফলে ঢাকার বাইরের বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কলেজগুলোর অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ছে। সরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়ে থাকে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে। একটি বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দুই থেকে আড়াই বছর লাগে। আড়াই বছর পর পর শিক্ষা ক্যাডারে ৫০০ থেকে ৭০০ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। সর্বশেষ ৩০তম বিসিএসের মাধ্যমে ২৯ মে ৫৪৫ জন প্রভাষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অথচ এ সময়কালে মৃত্যু, চাকরি ছেড়ে দেয়া এবং অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিসহ নানা কারণে প্রায় সমসংখ্যক পদ শূন্য হয়। যে কারণে শিক্ষকশূন্যতা থেকেই যায়। জানা গেছে, শিক্ষকস্বল্পতার কারণে রীতিমতো দায়সারা পাঠদান চলছে কলেজগুলোতে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত হবে ৩০ : ১। অর্থাৎ প্রতি ৩০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক থাকবেন। অথচ রাজধানীর ১১টি সরকারি কলেজে বর্তমানে পড়ে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত প্রায় ১৬৬ : ১ অর্থাৎ প্রতি ১৬৬ জন ছাত্রের পাঠদানের জন্য শিক্ষক আছেন একজন। শিক্ষকস্বল্পতার জন্য কলেজগুলোতে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ এবং অ্যাটাচমেন্টে (সংযুক্ত) থাকা শিক্ষক (প্রায় ২০০ জন) দিয়ে দায়সারাভাবে পাঠদান করা হচ্ছে। সরকারি কলেজের শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'র সহ-সভাপতি অধ্যাপক মামুন আহমেদ যুগান্তরকে জানান, দীর্ঘদিন ধরে কলেজগুলোতে পদ শূন্য রয়েছে। এর বাইরে নতুন অনার্স-মাস্টার্স খোলার কারণে অনেক কলেজে পদই সৃষ্টি হয়নি। এধরনের প্রায় ৮ হাজার পদ রয়েছে। তিনি বলেন, শূন্যপদের জন্য দায় অনেকটা সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি)। কেননা, মন্ত্রণালয় থেকে বলার পরও তারা বিশেষ বিসিএস ডাকছে না। তাছাড়া বিভিন্ন বিসিএসে চাহিদার তুলনায় কমসংখ্যক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। তিনি ১৪, ১৬ ও ২৪তম বিসিএসের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, এই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে কম ১৬তম বিসিএসে ১২শ' শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এধরনের নিয়োগ দেয়া হলেও শূন্যপদ অনেক হ্রাস পায়। তিনি পদ সৃষ্টির কারণে শিক্ষক সংকটের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, রাজধানীর কবি নজরুল কলেজে ১শ' নিযুক্ত রয়েছে। সেখানে হয়তো আর ৪/৫টি পদ শূন্য রয়েছে। কিন্তু এসব পদ উচ্চ মাধ্যমিক আর ডিগ্রি প্রোগ্রামের জন্য। এক একটি বিষয়ে অনার্স খোলার সঙ্গে সঙ্গে পদ ৪টি থেকে ১২টি হয়ে যায়। সে হিসাবে ১৭টি বিভাগের মধ্যে ১০টিতেই রয়েছে অনার্স। একারণে শিক্ষক পদ থাকার কথা ২শ'। কিন্তু রয়েছে ৮৫ জন মাত্র। এভাবে সারাদেশে অন্তত ৮ হাজার পদ আরও সৃষ্টি করা দরকার। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষক চাহিদার কারণে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। জানা গেছে, রাজধানীতে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে তিতুমীর সরকারি কলেজ। এ কলেজে বর্তমানে শিক্ষার্থী প্রায় ৪৮ হাজার। শিক্ষক পদ মাত্র ১৩৩। এর মধ্যে ৯টি আবার শূন্য। তবে কলেজের নিয়মিত ১২৪ জন এবং অ্যাটাচমেন্ট ও খণ্ডকালীনসহ মোট শিক্ষক আছেন ১৮০ জন। সূত্র জানায়, এভাবে বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজে ছাত্রী প্রায় ৭ হাজার, শিক্ষকের পদ ১২২টি এবং নিয়মিত শিক্ষক কর্মরত আছেন ১১৬ জন, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে শিক্ষার্থী প্রায় ৩ হাজার, শিক্ষকের পদ ২৮টি, সরকারি বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষার্থী প্রায় ২ হাজার, অথচ শিক্ষকের পদ মাত্র ১৯টি, সরকারি সঙ্গীত কলেজে শিক্ষার্থী ২০০ জন, শিক্ষক পদ ১০টি, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে শিক্ষার্থী প্রায় ১৪ হাজার, শিক্ষক পদ ৭২টি এবং কর্মরত আছেন ৬২ জন, সরকারি বাঙলা কলেজে বর্তমানে শিক্ষার্থী প্রায় ২৬ হাজার, শিক্ষক পদ ১০৯টি এবং এর মধ্যে ৭টি পদ শূন্য। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহিদুল ইসলামের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বলেন, কলেজগুলোতে অনেক আসন শূন্য রয়েছে। ৩০তম বিসিএসের কারণে কিছু পূরণ হয়েছে। ৩১তম এবং ৩২তম বিসিএস এই শূন্যতা আরও হ্রাস করবে বলে মনে করেন তিনি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কলেজ শিক্ষকরা তাদের মতোই গেজেটেড কর্মকর্তা। তাই তাদের দায়িত্ববোধ সমান থাকার কথা। এ অবস্থায় মন্ত্রণালয় থেকে কলেজগুলো দেখভাল করার উদ্যোগ কাম্য হতে পারে না। হাজিরা ব্যবস্থা তাদের জন্য সম্মানজনকও হবে না। তাই সংশ্লিষ্টরা তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক হবেন বলে তিনি মনে করেন। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পদ সৃষ্টির সঙ্গে আর্থিক সংশ্লেষ জড়িত। সীমিত সম্পদে এটা অনেক কঠিন হয়ে পড়ছে। তারপরও বিগত ৩ বছরে ১১শ' পদ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান তিনি।

কত পদ শূন্য : মন্ত্রণালয় ও মাউশি সূত্র জানিয়েছে, সর্বশেষ হিসাব মতে সারাদেশে প্রায় ৩৬শ' শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে প্রভাষক পদেই সর্বোচ্চ ২৭শ' পদ খালি রয়েছে। গত বছরের অক্টোবর নাগাদ এ পদে শূন্য সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৯৬৫টি। কিন্তু এর মধ্যে ৮৫০ জনকে সহকারী অধ্যাপক পদে প্রমোশন দেয়া শূন্যসংখ্যা বেড়ে গেছে। ১২ এপ্রিল সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক পদে যথাক্রমে ৪৮৬ জন ও ১৯৪ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়। এ কারণে সহকারী অধ্যাপক পদে প্রায় ৭শ' শূন্য হয়েছে। একটি সূত্র জানায়, ওপরের দুটি পদে সর্বশেষ পদোন্নতি দেয়ার পর আরও প্রায় ২শ' শূন্য হয়েছে। জানা গেছে, সবচেয়ে বেশি শিক্ষক সংকট রয়েছে ইংরেজি, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, ব্যবস্থাপনা ও মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিষয়ে। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষরা এসব বিষয়ের শিক্ষক চেয়ে আবেদন করলেও তারা তা পূরণ করতে পারছেন না।